মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামার নেই...?

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে মঞ্চনাটক অন্যতম শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা থিয়েটার, আরণ্যক নাট্য দল, বহুবচন, থিয়েটার, উদীচী নাটক বিভাগসহ বেশ ক'টি নাট্য সংগঠনের মাধ্যমে আলী যাকের, আতাউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, আবদুল্লাহ আল মামুন, মমতাজউদদীন আহমদ, মামুনুর রশীদ, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, ফেরদৌসী মজুমদার, ডঃ ইনামুল হক, রাইসুল ইসলাম আসাদ, কামালউদ্দিন নীলু, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিমুল ইউসুফ, জহিরুদ্দিন পিয়ার, সারা যাকের, সুবর্ণা মুস্তাফা, লাকী ইনাম, হুমায়ূন ফরীদি, আফজাল হোসেন, লিয়াকত আলী লাকীসহ অসংখ্য নাটক পাগল এই শিল্পের ভিত রচনা করেন। সত্তর দশকের শুরুতেই অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকেই নিয়মিত নাটক প্রদর্শণীর ফলে খুব অল্পদিনেই এই শিল্পের গ্ল্যামার ইমেজ তৈরি হয়। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৮০ দশকের শেষদিক পর্যন্ত এ দেশীয় মঞ্চনাটকে গ্ল্যামার ইমেজ অব্যাহত থাকলেও '৯০ দশকে এসে তা ব্যাহত হয়। বিশেষ করে, '৯০ দশকের মাঝামাঝিতে এসে প্যাকেজের ধাক্কা লেগে সেই ধারা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। তাই আজ মঞ্চ নাটকের দর্শক কম। কিন্তু কেন দর্শক কম? এ বিষয়ে বিদগ্ধ নাট্যজনসহ অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয় বলে অনুমিত। কেননা, কেউ বলেন– আগে ভাল মানের নাটক হতো, এখন ভাল মানের নাটক হয় না। আবার কেউ বলেন– আগে যারা মঞ্চনাটক দেখত, তারা এখন স্যাটেলাইট চ্যানেলসহ টিভি চ্যানেল দেখে– তাই দর্শক কমছে। আবার কেউ বলেন– মঞ্চ নাটকে গ্লামার গার্ল বা গ্ল্যামার বয় নেই– তাই দর্শক কম আসছে। যদিও এই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রথম দুটি যুক্তি যারা দাঁড় করাচ্ছেন তারা কেন নিজেদের যুক্তি খণ্ডন করার মতো নাটক করছেন না– এ প্রশ্ন নাট্য দর্শকদের।

যাই হোক, এখন জানা দরকার, মঞ্চ নাটকের গ্ল্যামার কি? এ বিষয়ে নাট্যবোদ্ধাদের অভিমত– মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামার বলে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় নেই। নাটক, নাটকের কাহিনী, অভিনয়, আলো, মঞ্চ, পোশাক, আবহ– প্রত্যেকটি বিষয়ই আলাদা আলাদা গ্ল্যামার বহন করে, যা দর্শককে নাটকটির প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। আবার সব বিষয়ের গ্ল্যামার যথাযথ ফুটে উঠলে তখন একটি গ্ল্যামার ইমেজ তৈরি হয়, যা দর্শককে নাটকটির গহীন অরণ্যে নিয়ে যায়। নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের নূরুলদীনের সারা জীবন, গ্যালিলিও, আরণ্যক নাট্যদলের ওরা কদম আলী, জয়জয়ন্তী, ঢাকা থিয়েটারের হাত হদাই, বন পাংশুল, উদীচী নাটক বিভাগের হইতে সাবধান, চিলেকোঠার সেপাই ইত্যাদি নাটকে চমৎকার গ্ল্যামার ইমেজ তৈরি হয়, যা নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে নাটকটির প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে।

কিন্তু তারপরও অনেকে বলেন, মঞ্চনাটক গ্ল্যামারহীন। তবে একথা সর্বজনবিদিত যে, দিনদিন মঞ্চনাটকের দর্শক কমছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কী? মতামত জানাচ্ছেন দেশের নাট্যাঙ্গনের পরিচিত প্রিয়মুখ–

আলী যাকের অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্য সংগঠক

মঞ্চনাটকের আরোপিত গ্ল্যামার নেই। গ্ল্যামারকে ব্যবহৃত করে নাটক করা হয় টিভি চ্যানেলগুলোর জন্য, মঞ্চের জন্য নয়। মঞ্চে আমরা যে নাটক করি সেটা নাটকের স্বার্থে নাটক করি। মঞ্চ নাটকে আলো, রূপসজ্জা, পোশাক, আবহ– এগুলোকে নাটকের সহায়ক হিসাবে ভাবতে পারি কিন্তু গ্ল্যামার হিসাবে ভাবতে পারি না। যদিও এই সহায়কগুলো আমাদের মঞ্চনাটককে অনেকটা আকর্ষণীয় করে তোলে। গ্ল্যামার না ভাবার আরেকটি কারণ হলো– মঞ্চে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করি। অতীতে একটা সময় ছিল যখন মঞ্চ নাটকে এক ধরনের মোহ সৃষ্টি করার জন্য আলো, পোশাক বা রূপসজ্জা করা হতো। কিন্তু বর্তমানের বিশ্বনাট্যালোকে আমরা সেটা থেকেও অনেক দূরে সরে এসেছি। মূলত ব্রেখটের আগমনে এই ঘটনাটা ঘটেছে। ব্রেখট বলেছেন যে, যদি নাটকের নিজস্ব শক্তি এবং আবেদন থাকে তাহলে সহায়ক কোন অনুষঙ্গের প্রয়োজন নেই। তারপরই বিশ্বে বিভিন্ন মঞ্চে এখন নাটকের নিজস্ব ভাষা এবং আঙ্গিকে নাটক অভিনীত হচ্ছে। আমি মনে করি, মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামারের প্রয়োজন নেই।

রামেন্দু মজুমদার অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্য সংগঠক সভাপতি–আইটিআই সভাপতি– সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট

মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামার আছে নেই, এই ধারণাটিই রাখা ঠিক নয়। আমি মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামারের প্রয়োজন মনে করি না। আমি মনে করি মঞ্চ নাটকে একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভাল অভিনয়ই তাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত গ্ল্যামারের কোন সম্পর্ক নেই। প্রচুর অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন যাঁরা তাঁদের অভিনয় দিয়েই দর্শককে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন। তাঁদের কিন্তু চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাদের মতো গ্ল্যামার নেই। তেমনি কোন দলের একটি নাটক দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার সামগ্রিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। গ্ল্যামারের মাধ্যমে নয়।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ নাট্য নির্দেশক, নাট্য সংগঠক

মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামারের প্রয়োজন নেই। কারণ মঞ্চনাটক একটি শিল্প মাধ্যম। শিল্পে গ্ল্যামারের প্রয়োজন নেই এবং শিল্পের বাণিজ্যিক মূল্য বিবেচ্য নয়– শিল্পের মান বজায় রাখাই বড় কথা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাঁশিবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশির সুরের বাণিজ্যিক মূল্য না থাকলেও এর শিল্পমান অসাধারণ। গ্ল্যামার সেখানেই প্রয়োজন যেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তি থাকে। আমি থিয়েটারের শিল্পমান অর্জনের জন্যই থিয়েটার চর্চা করি। আমি মনে করি, ভাল অভিনয় গ্ল্যামারের চেয়ে বেশি জরুরী। যাদের গ্ল্যামার রয়েছে তারাতো মিডিয়ায় ঝুঁকছে। আর যারা গ্ল্যামার নিয়ে মঞ্চে আসছে তাদের বিষয়ে আমার কোন কথা নেই। আমি এও মনে করি– মঞ্চনাটক যারা দেখতে যায়, তারা নাটকই দেখতে যায়। তারা গ্ল্যামার দেখতে যায় না। মঞ্চে অভিনেতা ও দর্শক দু'পক্ষই একটি কমিটমেন্টের জায়গা থেকে আসে। আমি ভাল অভিনয়ে বিশ্বাস করি। গ্ল্যামারে বিশ্বাস করি না। যেটা শিল্প নয়, সেটার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়। যেটা শিল্প সেটা হাজার বছর বেঁচে থাকে।

আতাউর রহমান অভিনেতা নাট্য নির্দেশক

মঞ্চে কখনও কোন গ্ল্যামার নেই। তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, ভেন গগ এদের কি গ্ল্যামার ছিল? গ্ল্যামারের জগত ভিন্ন এবং এর আয়ু ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সৎ ও সুন্দর শিল্প দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। তলস্তয়, রামকিংকর এঁদের গ্ল্যামার না থাকলেও এঁরা কাজ দিয়ে চিরজীবী হয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেমন সুন্দর তেমনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আধিকারী ছিলেন। যা হয়ত গ্ল্যামারের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু তিনি যদি সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারতেন তাহলে তিনিও আমাদের মাঝে অমর হতেন না। একই সুরে বলা যায়, মঞ্চ নাটক বেঁচে থাকবে তার কোয়ালিটি দিয়ে আর গ্ল্যামার বেচে থাকবে যতদিন গ্ল্যামার বহাল থাকবে।

মঞ্চ নাটক হলো জীবন্ত মানুষের অভিনয়। এখানে যারা অভিনয় করে এবং উপভোগ করে ২ ঘণ্টার জন্য এরা একটি পরিবারভুক্ত হয় কিন্তু গ্ল্যামার জগতে থাকে দুটো দল– প্রশংসা অর্জনকারী ও প্রশাংসাকারী।

কারিশমা বা গ্ল্যামার বড় কথা নয়, সৃজনশীল ক্ষমতাই মূল কথা। যা মঞ্চে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। আমরা মঞ্চে দেখেছি– টিভির সুপার স্টার যখন মঞ্চে অভিনয় করেন, তখন তার অভিনয় ভাল না হলে দর্শক তা গ্রহণ করে না। অর্থাৎ চেহারা, গ্ল্যামার তথা স্টার ইজম দিয়ে দর্শককে বেশিক্ষণ ভুলিয়ে রাখা যায় না। মঞ্চে তারকা হতে হয় অভিনয় ক্ষমতা দিয়ে, গ্ল্যামার দিয়ে নয়।

ইনামুল হক অভিনেতা, নাট্য নির্দেশক

গ্ল্যামার ইংরেজী শব্দ। এর বাংলা অর্থ ভেল্কি/ জাদুবিদ্যা অর্থাৎ আকর্ষণীয়। আমার মনে হয়, মঞ্চনাটক যারা দেখতে আসে তারা কিছুটা আকর্ষণেই আসে। যদি আকর্ষণই না থাকে তবে তারা আসবে কেন? তবে মঞ্চনাটকে তথাকথিত টিন-এজ গ্ল্যামারের প্রয়োজন নেই। এই গ্ল্যামার শুধুমাত্র মিডিয়াতেই প্রয়োজন। আরেকটা কথা বলা দরকার বলে মনে করি– আমরা যতটা আকর্ষণীয় অভিনয় করি বা করার চেষ্টা করি আমাদের ঢাকার মঞ্চ তার চাইতে অনাকার্ষণীয়। ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চ এখনও নাটক উপযোগী হয়ে উঠেনি। এখানে সাউন্ড সিস্টেমের সমস্যা প্রবল। আমি মনে করি, যে নাটকটি দেখার পর দর্শকের মনে ভাবের সৃষ্টি করে, সেটিই আকর্ষণীয়। নূরুল দীনের সারা জীবন, বন পাংশুল, ময়ূর সিংহাসন এই নাটকগুলো আকর্ষণীয় বলেই এগুলো দেখতে দর্শকরা মঞ্চে আসে। আমি আমাদের গৃহবাসী নাটককেও সেই তালিকাতে রাখতে চাই। যাই হোক, মঞ্চ নাটকে গ্ল্যামার আছে বা নেই– এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে। কিন্তু একটা বিষয় সবার কাছেই পরিষ্কার তা হলো– ভাল নাটক ও ভাল অভিনয় দর্শককে টানবেই আর দর্শকও সেই নাটক দেখতে আসবে– এটাই স্বাভাবিক।

ম. হামিদ নাট্য নির্দেশক সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য– বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

গ্ল্যামার একটা চমকমাত্র। শিল্পে এর কোন স্থান নেই। মঞ্চনাটক একটি শিল্প মাধ্যম। মঞ্চনাটকের দর্শকরা শিল্পবোধসম্পন্ন। এজন্যই তারা মঞ্চে শিল্প দেখতে আসে। অভিনয় শিল্প অনেক প্রাচীন– এবং এই শিল্প তার নিজের শক্তিতেই এগিয়েছে। বর্তমানের কোন মঞ্চনাটক গ্ল্যামার নিয়ে টিকে নেই। শিল্পবোধসম্পন্ন ভাল নাটক ও দলগত পরিবেশনায় উৎকর্ষমণ্ডিত নাটকই টিকে আছে এবং তাই দর্শক সমাদৃত। ঢাকায় এমন অনেক দল রয়েছে যেখানে গ্ল্যামারাস্ অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই। কিন্তু তাদের নাটক শৈল্পিক ও রুচিবোধসম্পন্ন বলেই দর্শক সমাদৃত। পাশাপাশি এমন নাটকও আছে যেখানে গ্ল্যামারাস অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকা সত্ত্বেও শিল্পগুণ, নাট্যগুণ না থাকায় দর্শক সেই নাটক গ্রহণ করছে না। শম্ভুমিত্র একবার বলেছিলেন– পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন ভাষায় পরিবেশিত নাটকে মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই একজন অভিনেতাকে চেনা যায়, তিনি ভাল অভিনেতা কিনা?

আমি মনে করি– মঞ্চ নাটকের সাফল্যের পিছনে গ্ল্যামারের কোন ভূমিকা নেই।

লাকী ইনাম অভিনেত্রী নাট্যকার নাট্য নির্দেশক

গ্ল্যামার নিয়ে বলার আগে মঞ্চ নাটককে অন্যান্য মাধ্যমের নাটক থেকে আলাদা করতে চাই। আমাদের দর্শকরা জানেন– বেতার, চলচ্চিত্র কিংবা টিভির নাটক মঞ্চ নাটকের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। জানেন বলেই দর্শকরা গ্ল্যামারহীন মঞ্চ নাটক দেখতে আসেন। মঞ্চে গ্ল্যামার নেই, এজন্য দর্শক আসছে না– এটা ঠিক নয়। একজন অভিনেতা অভিনয় দিয়েই দর্শকের কাছে গ্ল্যামারাস্ হয়ে উঠতে পারে। মঞ্চে অভিনয় করে যারা সুনাম অর্জন করেছেন টিভি মিডিয়াতেও তারা ভাল করছেন। যেমন– আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, ফেরদৌসী মজুমদার– এরা মঞ্চে খ্যাতি অর্জন করেই টিভিতে এসেছেন।

আমি মনে করি– ভাল নাটক হলেই দর্শক আসে এটা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে পারি– ঈদের পরপরই বছরের প্রথম সপ্তাহে আমাদের নিজস্ব তিনটি নাটক গৃহবাসী, জনতার রঙ্গশালা, সরমা দিয়েই সপ্তাহব্যাপী নাট্য উৎসব আয়োজন করি। উৎসবে গৃহবাসী নাটকটি পরপর দু'দিন মঞ্চায়িত হয়েছে। এখানে প্রথম দিনের চাইতে দ্বিতীয় দিনে বেশি দর্শক আসাতে আমার মনে হয়েছে– ভাল নাটক বলেই দর্শক এসেছে। আমার কাছে মনে হয়– মঞ্চ নাটকে বাড়তি গ্ল্যামারের প্রয়োজন নেই। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিটিতে যেমন কোন গ্ল্যামার নেই (যদিও ছবিটির শিল্পগুণ অতুলনীয়), মঞ্চ নাটকেও গ্ল্যামার থাকার দরকার নেই।

লিয়াকত আলী লাকী মহাসচিব– বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটারের যে চর্চা হয় তার সাথে তথাকথিত গ্ল্যামারের কোন সম্পর্ক নেই। নাটক একটি শিল্প এবং এই শিল্পটি বিশ্বের অন্য সকল শিল্প থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসাবে বিবেচিত। নাটকের মাধ্যমেই একটি জাতির পরিচয় ফুটে ওঠে। আমাকে কেউ মৌলিক চাহিদার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-এর সাথে থিয়েটারকেও অন্তর্ভুক্ত করব। বিশুদ্ধ পানি বা বায়ুর অপর নাম যেমন জীবন তেমনি থিয়েটারের অপর নাম জীবন বললে অত্যুক্তি হবে না। এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েও এই শিল্প অনেকটা অবহেলিত। সংস্কৃতির তিনটি ধাপ আছে। (১) কেউ শুধুমাত্র শিল্পচর্চা করে (২) কেউ মানুষকে নির্মল আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করে শিল্পচর্চা করে (৩) কেউ শুধুমাত্র স্থূল বিনোদনের জন্য কাজ করে। থিয়েটারের স্থূল বিনোদন গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে নাট্যকর্মীরা দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি এবং নাট্যশিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে নাট্যচর্চা করে। এখানে শিল্পীর নিজের দায়িত্বে, নিজের অর্থ ব্যয় করে ও শ্রম দিয়ে এই শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই শিল্পে গ্ল্যামারের ন্যূনতম কোন প্রয়োজন নেই।

নাট্যগুরু স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন– "তিন ধরনের অভিনেতা গ্রহণীয় নয়। (১) যারা গ্ল্যামারকে পুঁজি করে অভিনয় করতে আসেন (২) যারা ভিন্ন ভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে একই কৌশল ব্যবহার করেন (৩) যারা ট্র্যাডিশনাল অভিনয় করে অর্থাৎ যারা খলনায়ক বলতেই বোঝেন বিকৃত চেহারা, ঘটক বলতেই বোঝেন

মাথায় টিকি বা টুপি ও হাতে ছাতা থাকবে। তিনি আরও বলেন– "একটা নাটক এ্যানালাইসিস করার পর যে প্রেক্ষাপট ভেসে আসে সে অনুযায়ী নতুন চরিত্র নির্মাণ করতে হবে।" আমাদের দেশের তথাকথিত অভিনেতারা যারা গ্ল্যামারের বলে চরিত্র পান তারা কখনও এই কাজটি করেন না। শক্ত ও শুকনো মাটি দিয়ে যেমন পুতুল তৈরি করা যায় না তেমনি গ্ল্যামার দিয়ে নতুন নতুন চরিত্র সুন্দরভাবে নির্মাণ কারা যায় না। টিভিতে গ্ল্যামার ব্যবহার হলেও মঞ্চে এর প্রয়োজন নেই। আমি মঞ্চে গ্ল্যামার বলতে সামগ্রিক মঞ্চ নাটকটিকেই বুঝে থাকি যা সমষ্টিগত গ্ল্যামার।